জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে বন্ধ দেশের প্রথম সিরামিক কারখানা



ছবি: সংগৃহীত

জ্বালানির ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির চাপে বন্ধ হয়ে গেছে দেশের প্রথম সিরামিক কারখানা বগুড়ার তাজমা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। গত ফেব্রুয়ারিতে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ হয়। অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল থাকলেও কারখানাটি আবার চালুর সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন এর যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শরিফুজ্জামান।

১৯৫৯ সালে বগুড়া শহরের কলোনি এলাকায় তিন একর জমিতে ৫০ জন শ্রমিক নিয়ে কারখানাটির যাত্রা শুরু হয়। প্রয়াত মোহাম্মদ আব্দুল জব্বারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ কারখানায় প্রথমে তিন-চার ধরনের কাপ তৈরি হতো। উৎপাদন বন্ধের আগে সেখানে প্লেট, কাপ, গ্লাস, জগ, মগ, বাটি, ফুলদানি ও শোপিসসহ অন্তত ৭০ ধরনের পণ্য তৈরি করা হতো।

একসময় কারখানাটিতে ২৪০ জনের কর্মসংস্থান ছিল, যাদের অর্ধেকের বেশি নারী। প্রতিদিন প্রায় চার টন সিরামিক পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি বছরে গড়ে দেড় হাজার টন তৈজসপত্র তৈরি করত প্রতিষ্ঠানটি। প্রতি মাসে পণ্য বিক্রি হতো প্রায় এক কোটি টাকার। সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় এক হাজার কোটি টাকা।

আব্দুল জব্বার পাকিস্তান আমলে বগুড়ায় এসে প্রথমে একটি বিড়ি কারখানায় চাকরি করেন। পরে বিড়ির ব্যবসা থেকে পাওয়া মূলধন দিয়ে সিরামিক কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালে জাপানি প্রতিষ্ঠান নিচিম্যান ট্রেডিং হাউজিংয়ের সহায়তায় কারখানাটি গড়ে ওঠে এবং পরের বছর উৎপাদন শুরু হয়। উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে জাপানি প্রকৌশলীরাও বগুড়ায় অবস্থান করেন।

১৯৮৫ সালে আব্দুল জব্বারের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আমজাদ হোসেন, যিনি তাজমা নামে পরিচিত, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব নেন। ২০২০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর দায়িত্বে আসেন আব্দুল জব্বারের ছেলে শরিফুজ্জামান। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের তিন পরিচালক হলেন শরিফুজ্জামান, তাঁর বোনের স্বামী মো. শাহাজান আলী এবং ভাতিজা মতিউর রহমান।

জ্বালানি সংকটে আগেও বন্ধ হয়েছিল কারখানা

দেশে সিরামিক শিল্পের প্রতিযোগিতা বাড়তে থাকায় তাজমা সিরামিক ১৯৮০ সালে আধুনিকায়ন করা হয়। তবে গ্যাস সংযোগ না পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি ফার্নেস অয়েলের ওপর নির্ভরশীল ছিল। পরে মফস্বলের শিল্পকারখানার জন্য ফার্নেস অয়েলে দেওয়া সরকারি ভর্তুকি ২০০১ সালে প্রত্যাহার করা হলে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়।

শরিফুজ্জামান জানান, তখন কারখানায় প্রতিদিন প্রায় সাড়ে ছয় হাজার লিটার ফার্নেস অয়েল প্রয়োজন হতো। জ্বালানির ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় ওই বছরই উৎপাদন বন্ধ করতে হয়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে গ্যাস সংযোগ পেয়ে আবার উৎপাদন শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। উৎপাদনে ফেরার চার বছরের মধ্যে ব্যাংকের ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকার ঋণও পরিশোধ করা হয়।

এদিকে, দেশে সিরামিক পণ্যের বাজার বর্তমানে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার। বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএমইএ) হিসাবে, দেশে সিরামিক পণ্য উৎপাদনকারী কারখানা রয়েছে ৬৮টি। কাঁচামালের জন্য এ শিল্পকে জাপান, জার্মানি, নিউজিল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, বুলগেরিয়া ও চীনসহ বিভিন্ন দেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। একসময় আমদানিনির্ভর বাজারে এখন দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পণ্য রপ্তানিও করছে।

গ্যাস বিল দ্বিগুণ

শরিফুজ্জামান আরও জানান, নির্বাহী আদেশে জ্বালানির দাম বাড়ানোর ফলে সিরামিক শিল্পের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। আগে তাঁর কারখানার মাসিক গ্যাস বিল ছিল ২০ লাখ টাকা, এখন তা বেড়ে ৪০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অথচ পণ্যের দাম বা উৎপাদন আগের মতোই রয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, বাড়তি ২০ লাখ টাকার ব্যয় কীভাবে সামাল দেওয়া হবে, তা নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে। জ্বালানির অতিরিক্ত খরচে দেশের আরও অনেক সিরামিক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, কিছু প্রতিষ্ঠানও বন্ধের ঝুঁকিতে রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।